

ব্রি হাইব্রিড ধানও চাষাবাদের স্মার্ট পদ্ধতি



রচনায়

ড. মো. জামিল হাসান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
ড. মোসাম্মৎ উম্মে কুলছুম উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
ড. মো. হাফিজার রহমান উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
ড. মো. শফিকুল ইসলাম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
আশীষ কুমার পাল প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
ড. আফছানা আনছারী উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
লায়লা ফেরদৌসী লিপি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
মো. রুহুল কুদ্দুস বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
মিঠুন চন্দ্র দেবশর্মা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি
ফারহানা রহমান সুরভী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি

কৃতজ্ঞতায়

ড. মো. শাহজাহান কবীর মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ব্রি
ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পরিচালক (গবেষণা), ব্রি
ড. মো. আব্দুল লতিফ পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

ভূমিকা

ব্রি হাইব্রিড ধান ৬ আমন মওসুমের জন্য চাষ উপযোগী ব্রি উদ্ভাবিত একটি নতুন জাত। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ০৫/০৪/১৭ তারিখের ৯১ তম সভায় কারিগরী কমিটি কর্তৃক জাত নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভ করে। জাতটির কৌলিক সারি বিআর১৩৬১এইচ (BR1361H)। জাতটির ক্রস কম্বিনেশন আইআর৭৯১৫৬এ/বিআরআরআই২০আর (IR79156A/BRR120R)। জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত হয়েছে। আমন মওসুমের জন্য ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত এটি দ্বিতীয় হাইব্রিড ধানের জাত।

জাতটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেমি।
- কান্ড শক্ত বিধায় চলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১২-১৫টি।
- ফলন ৬.০-৬.৫ টন/হেক্টর।
- জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন।
- দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ।
- দানার আকৃতি সরু ও লম্বা।
- দানায় প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ।
- ভাত ঝরঝরে।
- আমন মওসুমে পিতৃ ও মাতৃ সারির জীবনকালের পার্থক্য ৬ দিন ও বোরো মৌসুমে ৯ দিন। উভয় মওসুমে এই জাতটির বীজ উৎপাদন সম্ভব।
- আমন মওসুমে বীজ উৎপাদনে ফলন ১.৫-২.০ টন এবং বোরো মৌসুমে বীজ উৎপাদনে ফলন ২.৩-২.৫ টন। অর্থাৎ উভয় মওসুমে এই জাতটির বীজ উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- স্বল্প জীবনকাল বিধায় বীজতলায় বীজ বপনের সময়: ২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৫ জুলাই)। আমন মওসুমে আবহাওয়া উষ্ণ থাকে বিধায় জাগের প্রয়োজন হয় না। সরাসরি বীজতলায় বীজ ফেলা হয়। পুষ্ট ও রোগবালাইমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। হাইব্রিড ধানের বীজ প্রথমে হালকা রোদে ২-৩ ঘণ্টা শুকিয়ে পরে ঠান্ডা করে সরাসরি বীজতলায় বপন করতে হবে। বপনের আগে বীজ শোধন করা ভাল। প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি এজোক্সিস্ট্রেবিন, পাইরোক্লোস্টেবিন অথবা এজোক্সিস্ট্রেবিন+ডাইফেকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ১৮-২০ ঘণ্টা বীজ শোধন করতে হবে। শোধন করা বীজ পানি ঝরিয়ে জাগ না দিয়ে বীজতলায় ফেলতে হবে।
- চারা রোপন: ১৫-২৫ শ্রাবণ (৩০ জুলাই-১০ আগস্ট)
- বীজের হার: ১৫ কেজি/হেক্টর (দুই কেজি/বিঘা)

বীজের পরিমাণ	বীজতলার পরিমাণ	মূল জমির পরিমাণ
৫০ গ্রাম	১ বর্গমিটার	১ শতাংশ (৪০ বর্গমিটার)
২ কেজি	১ শতাংশ	১ বিঘা (৩৩.৩৩ শতাংশ)
৬ কেজি	৩ শতাংশ	১ একর (৩.০২৫ বিঘা)
১৫ কেজি	৭.৫ শতাংশ	১ হেক্টর (২.৪৭ একর)

পঞ্চাশ (৫০) গ্রাম বীজ প্রতি বর্গমিটারে অথবা ২ কেজি প্রতি শতাংশে ফেললে চারা পাতলা হবে এবং বীজতলাতেই ৩/৪টি কুশি তৈরী হবে (চিত্র ১)। এর ফলে মূল জমিতে প্রতি গোছায় ১টি অথবা ২টি চারা রোপণ করতে হবে।



চিত্র ১: পাতলা করে বীজ বপন

- বীজতলা তৈরীর সময় জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি গোবর বা পঁচা আর্বজনা সার এবং প্রয়োজন মতো রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে।
- জমির আকৃতি অনুযায়ী সুবিধামতো লম্বায় ১ মিটার চওড়া, ২০ সেন্টিমিটার উঁচু বীজতলা তৈরী করতে হবে এবং দুটি বেডের মাঝে ০.৫ মিটার নালা রাখতে হবে।
- চারা গজানোর পর বীজতলায় ছিপছিপে পানি রাখতে হবে।
- বীজ বপনের ১২ দিন পরে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ গ্রাম টিএসপি ও ৭ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- মূল জমিতে চারা রোপনের জন্য ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি যথেষ্ট সমতল করে নিতে হবে।
- চারার বয়স ২১-২৫ দিন।
- রোপণ দূরত্ব ১৫×২০ সেমি. (চিত্র ২)
- প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা: ১-২টি।

চারা লাগানোর ৫-৭ দিনের মধ্যে মরা গুছি/শূন্যস্থানে চারা দ্বারা পূরণ (Gap Filling) করতে হবে।



চিত্র ২: লে-আউট করে সারিতে চারা রোপন

সার ব্যবস্থাপনা

জৈব সার

বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতে জৈব পদার্থের অভাব রয়েছে। নিবিড় শস্য চাষের ফলে জমিতে নাইট্রোজেন, সালফার এবং জিংকের অভাব আছে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং গাছের ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। হাইব্রিড ধানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশী। এমতাবস্থায়, জৈব সার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে।

রাসায়নিক সার

সারণী ১ সারের মাত্রা ও প্রয়োগের সময়

সার	সারের পরিমাণ (কেজি)		সার প্রয়োগের সময়
	হেক্টর	বিঘা	
ইউরিয়া	১৫০	২০	১/৪ ভাগ শেষ চাষের সময়, চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর, চারা রোপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর (beginning of heading stage)
গুটি ইউরিয়া	১১০	১৪	আকার ০.৯ গ্রাম প্রতি গুছিতে ৩টা, ১.৮ গ্রাম প্রতি গুছিতে ২টা, ২.৭ গ্রাম প্রতি গুছিতে ১টা
টিএসপি	১০০	১৩	শেষ চাষের সময়
এমপি	৭০	৯	১/৩ ভাগ শেষ চাষের সময়, ১/৩ ভাগ ১ম উপরিপ্রয়োগের সময়, ১/৩ ভাগ ২য় উপরিপ্রয়োগের সময়
জিপসাম	৬০	৮	শেষ চাষের সময়
জিংক	১০	১.৫	শেষ চাষের সময়
বোরাব্র	৪	০.৫	শেষ চাষের সময়

বিশেষ দৃষ্টব্য: জমিতে টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সেক্ষেত্রে ইউরিয়া সার হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজির স্থলে ১১৫ কেজি ব্যবহার করবেন।

ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় অবশ্যই জমিতে অন্তত: ২-৩ সেমি. পরিমাণ পানি থাকতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের সাথে সাথে হাত বা উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে যাতে সার মাটিতে ভালভাবে মিশে যায়। ফসলের অবস্থার উপর নির্ভর করে ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাত্রা ও প্রয়োগের সময়ে তারতম্য করা যেতে পারে।

গুটি ইউরিয়া

জমিতে ইউরিয়া সার সাধারণত: ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত সারের শতকরা ৭০ ভাগ গাছ গ্রহণ করতে পারে, বাকি ৩০ ভাগ অপচয় হয়। কিন্তু গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ইউরিয়া সারের অপচয় অনেকাংশে কমে যায় এবং নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা শতকরা ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে ইউরিয়া সার পরিমাণে কম লাগে। হাইব্রিড ধানে বেশী ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে একদিকে যেমন অর্থের সাশ্রয় হয় অন্যদিকে ফলনও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে হাইব্রিড ধান চাষেও গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং কৃষক যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

আগাছা দমন

চারা লাগানোর পর থেকে কাইচ খোড় আসা পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আগাছা ধান গাছের সাথে আলো, পানি ও খাদ্য উপাদান গ্রহণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে ধান গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফলন হ্রাস পায়। তাছাড়া আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে পরোক্ষভাবেও ধানের ক্ষতি করে থাকে। সাধারণত: প্রতি কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের পর পরই আগাছা হাত দিয়ে বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে অথবা আগাছানাশক ব্যবহার করেও আগাছা দমন করতে হবে। সেচ দিয়ে জমিতে সবসময় ৩-৫ সেমি. পানি রেখে আগাছার উপদ্রব কমানো যায়। বড় পাতা, কিছু ঘাস ও সেজ জাতীয় আগাছা নির্মূল করার জন্য আগাছানাশক রিফট ৫০০ ইসি, সুপারহিট ৫০০ ইসি অথবা কমিট ৫০০ ইসি প্রতি বিঘাতে ১৩৪ মিলি, রোপনের ৪-৭ দিন পর্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ধানের জমিতে সবসময় গভীর পানি ধরে রাখার প্রয়োজন নেই বরং একটি পূর্ণমাত্রায় সেচ দেওয়ার পর পরবর্তী সেচ দেওয়ার আগে জমি ৩ দিন শুকনো রাখলে ধানের ফলন তেমন কমবে না, উপরন্তু পানির পরিমাণ ২৫-৩০ ভাগ কম লাগবে এবং কার্যকরী কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কাইচখোড় শুরু হওয়ার পর থেকে ধানের দানা শক্ত হওয়া পর্যন্ত জমিতে সবসময় ৫ সেমি. পানি থাকে।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন

ফসলে পোকামাকড় অথবা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে সাথে সাথে তা দমনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। হাইব্রিড ধানের ক্ষেতে মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গাঙ্গী পোকা, পামরীপোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতাপোড়া, ব্লাস্ট, খোলপোড়া, খোলপঁচা ইত্যাদি রোগ দেখা দিলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর পরামর্শ মোতাবেক তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগ বালাই দেখা দিলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি পরিবেশ বান্ধব পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা যেখানে সরাসরি রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে ফসল ব্যবস্থাপনা, নানাবিধ ভৌত কৌশল এবং সহনশীল ফসলের জাত ব্যবহার করে পোকামাকড় ও রোগের ক্ষতিকে একটি সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা যায়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য দিক হলো-

- ইহা স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব।
- এই পদ্ধতি রাসায়নিক পদ্ধতির ক্ষতিকারক দিক হতে মাটির উর্বরতা রক্ষা করে।
- কীটনাশকের ক্ষতি থেকে উপকারী পোকা ও অণুজীবকে রক্ষা করে।
- ইহা খরচ বাচায় ও সাশ্রয়ী।

যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহজেই পোকামাকড় দমন করা যায় তা হলো-

- যথাসম্ভব পোকামাকড় প্রতিরোধশীল ও ক্ষতি সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- আলোর ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা (সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধী পোকা) ও মথ (মাজরা পোকা) সংগ্রহ করে এবং হাত দিয়ে ডিমের গাদা নষ্ট করে ও জমিতে ডালপালা পুঁতে পাঁচিৎ করলে পোকাথেকে পাখি ডালপালায় বসে পোকাকার লার্ভা, মথ খেয়ে মাজরা পোকাকার আক্রমণ থেকে ফসলকে অনেকটা রক্ষা করতে পারে।
- হাত জালৈর সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা (পামরি পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং) ধরে মেরে ফেলতে হবে। পোকা আক্রান্ত জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলে, আগাম জাত ব্যবহার করে ও পরিমিত দূরত্বে চারা রোপন করে পোকা (বাদামী গাছ ফড়িং) দমন করা যায়।
- উপকারী পোকা মাকড় ও প্রাণী যেমন-বোলতা, মাকড়সা, ক্যারাবিড বিটল, লেডিবার্ড বিটল, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ, ড্যামসেল ফড়িং ও ব্যাঙ ইত্যাদি সংরক্ষণ করেও জৈবিক দমন পদ্ধতিতে পোকা দমন করা যায়।
- আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি (সুস্থ বীজ, সুস্বাদ সার, আগাছামুক্ত জমি, সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ও ফসলের সমকালীন চাষাবাদ) অবলম্বন করেও পোকা দমন করা যায়।
- ফসল কর্তনের পর ফসলের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করে ফেলা।

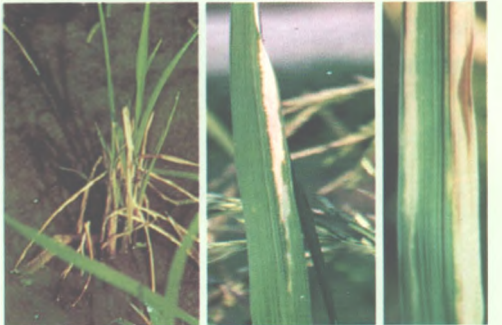
উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমন করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে বালাই জরিপ করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত হারে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- সুস্বাদ মাত্রায় সার ব্যবহার (পাতা পোড়া, সীথ রট ও ব্লাস্ট) করে এবং ইউরিয়া সার তিন কিলোগ্রামে প্রয়োগ করতে হবে।
- ঝড়-বৃষ্টি ও রোগ দেখার পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করা যাবে না।
- কৃষক হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দেওয়া।
- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর শস্যের অবশিষ্ট অংশ পুড়িয়ে ফেলা (পাতা পোড়া, উফরা, সীথ রট)।
- জমিতে ঘাস জাতীয় আগাছা, মুড়ি ধান বা বারা ধান হতে না দেওয়া।
- আক্রান্ত জমিতে বীজতলা না করা।
- শুধু ধান না করে পর্যায়ক্রমে অন্য ফসলের চাষ করা।

চেনার উপায়

চারা ও কুশি অবস্থায় কৃষক লক্ষণ দেখা যায়। কৃষক হলে গোড়া আক্রান্ত হয়ে পাতা হলুদাভ হয়ে নেতিয়ে পড়ে মারা যায়। চারা বা কুশির গোড়া চাপ দিলে উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হয়। পাতা পোড়া হলে প্রাথমিকভাবে পাতার শীর্ষে, কিনারা বা মধ্য শিরা বরাবর হলুদাভ দাগ দেখা যায়। পরে আক্রান্ত স্থান থেকে নিচের দিকে এবং কিনারা থেকে ভিতরের



চিত্র ৩: কৃষক লক্ষণ

দিকে হলুদাভ হয়ে পুড়ে খড়ের রঙ ধারণ করে (চিত্র ৩)।

দমন ব্যবস্থাপনা

- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা বিশেষ করে অধিক মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ পরিহার করা।
- বাড়-বৃষ্টির অব্যবহিত পর ইউরিয়া প্রয়োগ না করা। কমপক্ষে তিন দিন পর প্রয়োগ করা।
- সম্ভব হলে পানি নিষ্কাশন করে দেয়া।
- শেষ চাষে ব্যাসালের (basal dose) $\frac{1}{3}$ ভাগ পটাশ ও $\frac{1}{3}$ ভাগ ইউরিয়া ১ম উপরি প্রয়োগের সময়, $\frac{1}{3}$ ভাগ ইউরিয়া ২য় উপরি প্রয়োগের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতি ১০ লি. পানিতে ৬০ গ্রাম সালফার (৮০% ডবলিউ পি), ২০ গ্রাম দস্তা এবং ৬০ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে কাইচ খোড় থেকে-খোড় অবস্থায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রান্ত জমির পরিত্যক্ত খড় পুড়িয়ে ফেলা।

ফসল কর্তন

কার্তিক মাসের ১৫-৩০ (৩০ অক্টোবর - ১০ নভেম্বর) তারিখ পর্যন্ত ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের অগ্রভাগ থেকে ধান পাকা শুরু হয়। সাধারণত: শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধান সোনালী রঙ ধারণ করলে ধান পেকেছে বলে ধরে নিতে হবে এবং তখনই ধান কাটা শুরু করতে হবে। অধিক পাকা ধান কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে ও শীষ ভেঙ্গে যায়। সেক্ষেত্রে ধানের ফলন কমে যায়। ধান কাটার পর সাথে সাথে মাড়াই করে শুকিয়ে নেয়া উত্তম।

সর্তকতা

হাইব্রিড ধানের বীজ থেকে উৎপাদিত ধান কোন মতেই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। হাইব্রিড ধানের বীজ পরবর্তী মওসুমে আবাদ করলে-

- বিভিন্ন উচ্চতার গাছ হবে।
- সব গাছে একই সময়ে ফুল আসবে না।
- কিছু গাছে চিটা খুব বেশি হবে।
- ধানের ফলন কমে যাবে।

অর্থায়েনে

অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন প্রকল্প
হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

ড. মো. জামিল হাসান

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান ও প্রকল্প পরিচালক
হাইব্রিড রাইস বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর-১৭০১

মোবাইল: ০১৭১৮-২৮৯৩৩১, ই-মেইল: jamilbri@yahoo.com

ব্রি প্রকাশনা নং: ৩৯৯

কপির সংখ্যা: ১০০০০

প্রকাশকাল: মে ২০২৪